মাঠে ও গুদামজাত শস্যে ইঁদুরের আক্রমণ ও এর দমন ব্যবস্থাপনা

ধানের বালাই দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শিট : পোকামাকড় ও মেরুদণ্ডী বালাই ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

ইঁদুর স্তন্যপায়ী ক্ষতিকর মেরুদণ্ডী প্রাণী । বাংলাদেশের সর্বত্র এদের পাওয়া যায় । মাঠের ফসল ও গুদামজাত শস্য এদের আক্রমণের প্রধান স্থল । তবে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে এরা আবাসস্থল পরিবর্তন করে ।

ক্ষতির প্রকৃতি

- ইঁদুরের মুখের সম্মুখভাগের ওপরের ও নিচের মাড়িতে এক জোড়া করে ক্রমবর্ধমান কর্তনদাঁত রয়েছে বিধায় এর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বদা কাটার অভ্যাস বর্তমান ।
- ধান ও গমক্ষেতে এরা বেশি ক্ষতি করে থাকে । ধানগাছের কাণ্ড তেরছা (৪৫°) কোণে কেটে দেয় ।
- মলমূত্র ও লোম ফেলে গুদামজাত শস্যকে ব্যবহার অনুপযোগী করে । ইঁদুর পেগ, টাইফয়েল, জন্ডিস, কিডনির সংক্রমণ, কৃমি ও চর্মরোগসহ ৪০ প্রকারের রোগ ছড়ায় ।

ধানগাছের কাণ্ডে তেরছা কাট

মাঠের ইঁদুর

বড় কালো ইঁদুর

- নিম্ন ভূমিতে এদের আবাস ।
- এদের পায়ের পৃষ্ঠভাগ কালো লোম দ্বারা বেষ্টিত, নখগুলো মাটিতে গর্ত করার জন্য খুবই শক্ত ও ধারালো এবং পেছনের পায়ের দৈর্ঘ্য অন্য প্রজাতির ইঁদুরের বেশি ।

মাঠের বড় কালো ইঁদুর

কালো ইঁদুর

- এরা অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের হয় ।
- লেজের উভয় পার্শ্ব (ওপর ও নিচ) সমভাবে কালচে ।
- ওপরের চোয়ালের কর্তনদাঁত সামনের দিকে ছড়ানো বলে মাটিতে গর্ত করায় এরা পটু ।

মাঠের কালো ইঁদুর

গুদামজাত শস্যের ইঁদুর

গেছো বা ঘরের ইঁদুর

- এদের লেজ মাথা ও শরীরের তুলনায় লম্বাটে ।

গেছো বা ঘরের ইঁদুর

বাত্তি বা নেংটি ইঁদুর

- এরা মূলত ঘরেই থাকে । আকারে সবচেয়ে ছোট ।
- কাপড়চোপড় ও ঘরের খাবার নষ্ট করে ।

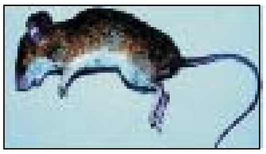

বাত্তি বা নেংটি ইঁদুর

আরো তথ্যের জন্য :
ড. মাইনুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ,
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইল : brrihq@bdonline.com

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI

মাঠে ও গুদামজাত শস্যে ইঁদুরের আক্রমণ ও এর দমন ব্যবস্থাপনা

ধানের বালাই দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শিট : পোকামাকড় ও মেরুদণ্ডী বালাই ব্যবস্থাপনা

জীবনবৃত্তান্ত

প্রজাতিভেদে ইঁদুরের জীবনকাল ভিন্ন। উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে এক জোড়া প্রাপ্তবয়স্ক ইঁদুর বছরে ২,০০০ বাচ্চা দিতে পারে। বাচ্চা প্রসবের পর ২ দিনের মধ্যে স্ত্রী ইঁদুর পুনরায় গর্ভ ধারণে সক্ষম হয়। এদের গর্ভধারণকাল ১৮ থেকে ২২ দিন। বছরে ৬ থেকে ৮ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে ৪ থেকে ১২টি বাচ্চা দিতে পারে। তিন মাসের মধ্যে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে প্রজননে সক্ষম হয়।

দমন পদ্ধতি

- জামির আইল ও আশপাশ আবর্জনা মুক্তরাখা
- আইল সরু (১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) রাখা।
- গর্ত খুঁড়ে ইঁদুর নিধন করা।
- গর্তে পানি অথবা মরিচের ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলা।
- ইঁদুরের গর্তের পাশে মূর্তি স্থাপন করা।
- বিভিন্ন প্রকারের ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা।
- গাছের কাণ্ডে পিচ্ছিল ধাতব পাত পেঁচিয়ে ইঁদুরের গাছে ওঠা প্রতিরোধ করা।
- জৈব দমন অর্থাৎ বিড়াল, সাপ, বেজি, পেঁচা, চিল ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন ধরনের ইঁদুরনাশক, যেমন : একমাত্রা ও বহুমাত্রা বিষ টোপ, গ্যাস বড়ি ইত্যাদি সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা।
- গুদামজাত শস্যের ক্ষেত্রে ফাঁদ ব্যবহার করে ইঁদুর জীবন্ত অবস্থায় ধরে মারা।
- গোলার শস্য মেঝেতে মাচা করে রাখা।
- ইঁদুর ধরার জন্য বিশেষ ধরনের আঠালো র‍্যাট গু- কাঠের ওপর ব্যবহার করা।
- বড় গুদামে শস্য সংরক্ষণের পূর্বে গ্যাস-পাম্প ব্যবহার করা।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
ড. মাইনুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ,
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইল : brrihq@bdonline.com

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI